ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ

২৬ এপ্রিল ২০১৮

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপাসন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম ও আবু সাঈদ মোহাম্মদ জুয়েল। গবেষণার এডিটিং কার্যক্রমের জন্য নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন:
অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ*

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এ দুর্ঘটনার পর দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। টিআইবি'র (অক্টোবর ২০১৩) গবেষণায় এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগ-সাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবাহিক ভাবে তিনটি ফলো আপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং ৫৪ টি বিষয়ে ১০২ টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়। এ গবেষণা তিনটিতে দেখা যায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী চার বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক ধারাবাহিক ভাবে এ সকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি চলমান রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় টিআইবি রানাপ্লাজা পরবর্তী গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনায় এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয়, রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোষাক শ্রমিক,অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট হতে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

টিআইবি কর্তৃক সম্পাদিত ২০১৮ সালের গবেষণায় ১০২টি উদ্যোগের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে ৩৯%(৪০টি), চলমান অগ্রগতি হয়েছে ৪১%(৪২টি) এবং বাস্তবায়ন স্থবির বা ধীর গতিতে হচ্ছে ২০%(২০টি) (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন)।

আইন, নীতি ও আইনের প্রয়োগ বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ

সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে, সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের তালিকা মালিক পক্ষকে না দেওয়া, ৩০% শ্রমিকের সম্মতিতে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধানসহ প্রভৃতি ধারা সংশোধন করা হয়। ২০১৫ সালে 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়, বিধিমালা কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের ভিতর সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন, রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্রয় আদেশের ০.০৩ শতাংশ দিয়ে শ্রমিক কল্যান তহবিল গঠনসহ বিভিন্ন বিষয় বিধিমালায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন এবং অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪ অনুমোদন করা হয়েছে। সর্বশেষ, তৈরি শিল্পকে বস্ত্রশিল্পের আওতায় রেখে খসড়া বস্ত্র আইন, ২০১৭ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন হয়েছে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে

দেখা যায়, সিআইডি দায়েরকৃত মামলায় ৪১ জনের বিরুদ্ধে এবং দুদক দায়েরকৃত তিনটি মামলার একটিতে চার্জশিট প্রদান করা হয়। দুদকের একটি মামলায় ২০১৮ এর মার্চে রানারপ্লাজার মালিকের তিন বছর ও তার মা কে অবৈধ অর্থ রাখার দায়ে ছয় বছর কারাদন্ড প্রদান করা হয়। অপরদিকে, ২০১৫ সালে তাজরিন ফ্যাশন মামলার সাক্ষী গ্রহণ শুরু হয়েছে। আবার, ২০১৬ সালে প্রস্তাবিত কর্পোরেট কর পোশাক মালিকদের জন্য ২০% থেকে ১২% এবং গ্রীন ফ্যাক্টরির জন্য ১০%, প্রস্তাবিত উৎস কর ১% থেকে কমিয়ে ০.৭% করা, অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫% ডিউটির ব্যাবস্থা নির্ধারণ করা এবং বন্দর সেবা গ্রহণের জন্য ১৫% প্রচলিত ভ্যাট মওকুফ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর ২০১৪ সালে এবং শ্রম পরিদপ্তর ২০১৭ সালে পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তর এ উন্নীত করা হয়। শ্রম অধিদপ্তর আধুনিকিকরণের জন্য আইএলও'র সহযোগীতায় ট্রেডইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং এন্ট্রি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর) প্রণয়ন করা হয়েছে। অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহি গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। সকল প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশ ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিজিএমইএ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর অর্থায়নে স্কিলস এন্ড ট্রেনিং ইনহ্যান্স প্রজেক্টের (এস.টি.ই.পি) আওতায় ৫ হাজার শ্রমিক এবং আইএলও ও এইচএন্ডএম এর সহযোগীতায় বিজিএমইর তত্ত্বাবধায়নে" দি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাষ্ট্রি (সিইবিএআই)"র আওতায় শ্রমিক ও মধ্যম পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর এর সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজড ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য আইএলওর সহযোগীতায় "লেবার ইনসপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (এলআইএমএ)" এর প্রবর্তন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে কারখানাসমূহের লাইসেন্স অনুমোদন ও নবায়ন, শ্রম অধিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন করা এবং রাজউক এর কারখানা, ভবন এর ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনলাইন সেবার প্রচলন করা হয়েছে। শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও কর্মী সংগঠনের সমন্বয়ে ২২ সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন এবং আইএলও'র পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ৫ টি দেশ ও জাতিপুঞ্জের (আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক সদস্যের) এবং বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সমন্বয়ে "৫+৩" নামক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে।

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা শক্তিসালী করণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন এবং ডিজিটাল পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যলয়গুলোতে সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতে গণশুনানীর আয়োজন করা হচ্ছে। বায়িং হাউজ সমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কতৃক খসড়া নীতি তৈরি করা হয়েছে। ৩১ টি বায়ার কর্তৃক সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ এবং "ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ"নামক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমই'র সমন্বিত ডাটাবেজে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার শ্রমিকের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তৈরি পোশাকখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হেল্পলাইন বা হটলাইন চালু করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের হেল্প লাইনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট অভিযোগের ২৭% এবং ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন করখানার বিরুদ্ধে ৪৪০৪ টি মামলা দায়ের করা হয়। শ্রম অধিদপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৪% এবং বিজিএমই'র অভিযোগ নিস্পত্তি সেলে ২০১৬ ও ২০১৭ সাল পযর্ন্ত ৯৭.৫১% অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। বিজিএমইএ অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে প্রায় ৫০২৪ জন শ্রমিকের প্রায় ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ পাওনা টাকা কারখানার মালিকদের নিকট হতে আদায় করেছে।

কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

অ্যাকোর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগের আওতায় প্রায় ৪৩৫৬ টি কারখানার প্রাথমিক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শিত কারখানার মোট ২০৮০(৬৮%)টির সংস্কার কাজে অগ্রগতি হয়েছে। শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য চট্রগ্রামের মিরসরাই এ একটি পোশাক পল্লী (২০১৭) স্থাপনের জন্য সরকার ৫০০ একর জমি বরাদ্দ করেছে। রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭৭৮টি নতুন কারখানা তৈরি হয়েছে যেখানে প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। জাইকা কর্তৃক কারখানা সংস্কারের জন্য ২৭৪ কোটি টাকা, আইএফসির ৪০ মিলিয়ন ডলার এবং পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবির ২০ মিলিয়ন ডলার এর একটি তহবিল গঠন করেছে। অপরদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠান মেয়াদপূর্ণ পরিদর্শন ও রিমেডিয়েশন কাযক্রম টেকসই করণে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আইএলও'র সহযোগীতায় আরসিসি (রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল) গঠন করা হয় এবং ১৪ মে ২০১৭ সালে আরসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। সরকারের পাঁচটি দপ্তর (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর) ও তিনটি টাস্কফোর্সের (অগ্নি,

ভবন ও বিদ্যুৎ) সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আরসিসির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আইএলও কর্তৃক ৫০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

সরকার কর্তৃক মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ২০১৭ সালে "মজুরি বোর্ড" গঠন করেছে এবং মজুরি পর্যালোচনা চলমান রয়েছে। প্রায় ৯৮% কমপ্লায়েন্স কারখানায় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রদান করছে। সরকার কর্তৃক আইনের মাধ্যমে ২ ঘন্টার বেশি অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ না করানো, কারখানায় কর্মকালীন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ৫০০০ হাজার শ্রমিক আছে এমন কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়। অপরদিকে, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য পরিচালিত শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ২৯ টি থেকে ৩২ টিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের অনলাইনের মাধ্যমে সহজে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য "শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা" নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। সরকার শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও দূর্ঘটনাজনিত বীমার সমন্বয়ে প্রতিটি শ্রমিকের দূর্ঘটনার জন্য ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাবস্থা গ্রহণ করে। ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাভেদে ২০% ও ২৫% শ্রমিকের সম্মতিসূচক সাক্ষরের বিধান করে শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯২টি ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তী এ পর্যন্ত মোট ৫০০ টি ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। আবার, শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ এ কারখানা পর্যায়ে পার্টিসিপেটরি কমিটি তৈরির ক্ষেত্রে মনোনানের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে পার্টিসিপেটরি কমিটির সদস্য নির্ধারনের বিধান করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক এ পর্যন্ত কারখানাসমূহে ৮৫০ টি পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে প্রধান কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রাজউক কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় সকল সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের শুদ্ধাচার চর্চায় মনোস্তাত্ত্বিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান।

আইন, নীতি ও আইন প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ

২০১৭ সালে জুন এ আইএলও'র "কমিটি অব এক্সপার্ট" কর্তৃক সংশোধীত শ্রম আইন ২০১৩ এবং ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ এর বিভিন্ন বিষয়ে নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ করা হয়। সরকার এ অভিযোগের ভিত্তিতে, আইন সংশোধনের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে এবং ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ সংসদ হতে প্রত্যাহার করে। পর্যবেক্ষণে চিহ্নিত অসমঞ্জস্যতাসমূহ হলো-আইনের ধারা ২(৪৯) 'মালিক' সংজ্ঞায়নে ব্যাপকতা, ২(৬৫) শ্রমিক সংজ্ঞায়নের পরিসর ছোট করা, প্রতিষ্ঠান পুঞ্জে সংগঠিত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা ধারা ১৭৯(৫) ও ১৮৩(১), স্বাধীনভাবে সংবিধান প্রণয়নে হস্তক্ষেপ ধারা ১৭৯(১), ১৮৮, ধর্মঘট অহ্বানে প্রতিবন্ধকতা ও শাস্তি ধারা ২১১(১)(৩)(৪), ২২৭(গ) ১৯৬ (২) (গ), ২৯১(২)(৩) এবং ২৯৪-৯৬, পক্ষদ্বয় সংক্ষুদ্ধ না হলে বাধ্যতামূলক আরবিট্রেশন ধারায় ২১০(১০)-(১২) অসমাঞ্জস্যতা বিদ্যমান যা শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে, অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪ এর বিভিন্ন ধারায় মালিক পক্ষের আপত্তিতে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং আইনটি দীর্ঘদিন স্থগিত রয়েছে। ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষর ১৯৬১ সালের বিধিমালা অনুযায়ী ফি গ্রহণ করায় সরকার বিপুল পরিমানে রাজস্ব হারাচ্ছে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায়, রানাপ্লাজা ও তাজরিন ফ্যাশন মামলায় বারবার তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘসূত্রতা এবং আসামিদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর পরিচালনায় আইএলও'র সহযোগীতায় এসওপি তৈরির গৃহীত উদ্যোগের কোনো অগ্রগতি হয় নাই। পদোন্নতিযোগ্য পদের জন্য যোগ্য কর্মকর্তা না পাওয়ায় এবং বাহির হতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সরকারি অনুমতি এখনও না পাওয়ার কারনে ১৪৭ টি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক পদ পূরণ সম্ভব হচ্ছে না । রাজউকের পরিদর্শক বৃদ্ধির উদ্যোগ এখনও সম্পন্ন না হওয়া ও কিছু ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে এখনও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অবৈধভাবে ভবন নকশা অনুমোদনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। শিল্পাঞ্চলে ১১ টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মানের পরিকল্পনা পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের উঁচুভবন সংজ্ঞায়নে অসমঞ্জস্যতা দুর না করার কারণে এবং ফায়ার সার্ভিসের ৩৩ মিটার উঁচু ভবনের অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্রে লজিস্টিকস ঘাটতি থাকার কারণে উচু ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত ঝুঁকির সম্মুখিন হচ্ছে। অপরদিকে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান

অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবাসমূহের প্রচারণার এবং সেবা গ্রহনকারীদের দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনলাইন সেবাকার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি হচ্ছে না। অপরদিকে, মালিকদের বিবেচনায় সরকার কর্তৃক উৎস কর নির্ধারণে সঠিক নিয়ম না মানার অভিযোগ রয়েছে, এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অভিযোগ হলো- উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের উপর কর কর্তনের পরিবর্তে ক্রয় ও বিক্রয় এর উপর কর্তনের ফলে মালিকদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এছাড়া, সম্প্রতি প্রকাশিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় ঋণখেলাপি হিসেবে ২৬% পোষাক শিল্পের মালিকদের নাম দেখা যায় যা সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকার ও বায়ার সমন্বিত উদ্যোগে এখনও প্রায় ৩২%(৯৮২) কারখানায় আশানারুপ (০%-৫০% নিচে) অগ্রগতি হয় নাই। এ সকল কারখানার অধিকাংশ জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত। এসকল কারখানার অধিকাংশ মালিকদের সংস্কারের প্রয়োজনীয় আর্থিক অক্ষমতা, ৪৪৬ টি কারখানা ভাড়া ভবনে হওয়া এবং ইপিজেডে অবস্থিত ১২ টি কারখানার সংস্কারে কর্তৃপক্ষের সহযোগীতা না পাওয়ায় কারখানাসমূহের সংস্কার কাজ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। সংস্কার করার ক্ষেত্রে বায়ার ও সরকারের দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কারখানাসমূহ সংস্কার করার জন্য সহজ শর্তে আর্থিক সহযোগীতার ব্যবস্থা থাকলেও সঠিক কৌশলগত চুক্তি প্রক্রিয়া না থাকার কারনে আর্থিক সহযোগীতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে, এ সকল ভবন সংস্কারে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন কারণে প্রায় ১২০০ কারখানা বন্ধ হয়েছে যার মধ্যে অ্যাকোর্ড ও অ্যালয়েন্সভুক্ত ৩০৯ টি এবং জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত ৫০৯ টি কারখানা (পরিদর্শিত কারখানার প্রায় ২৬%) রয়েছে । কারখানাসমূহ বন্ধ হওয়ার কারনে প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হয়েছে। আইনে কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২ টি কারখানার ৬৬৭৬ জন শ্রমিক ব্যাতিত কোনো শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পায় নাই। অপরদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বায়িত্বহীন আচরণের কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতির অভিযোগ রয়েছে। আরসিসি পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। আইএলওর আর্থিক অনুদান নিশ্চিত না হওয়ায় ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সর্বোপরি আরসিসি'র সংস্কার বাস্তবায়নে টেকনিক্যাল ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ সক্ষমতার ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন মালিকদের আস্থার অভাব রয়েছে তেমনি পোশাক মালিকদের রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাব্য অক্ষমতার ঝুঁকির কারণে বায়ারদেরও আরসিসি'র উপর আস্থার ঘাটতি দেখা যায়। অপরদিকে, আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিক পক্ষের সংযুক্তিকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিক পক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। যা কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে টেকসই অগ্রগতিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট কারখানা ও সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোতে ন্যূনতম মজুরি প্রদান না করা, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পরবর্তীতে কারখানাসমূহে উৎপাদনে অসম্ভব টার্গেট স্থির করা, মজুরি কর্তন, প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্ম ঘন্টা ২ ঘন্টার পরিবর্তে ৪ ঘন্টা করা, অনেকক্ষেত্রে ৫-৬ ঘন্টার অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ করানো ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে অত্যাধিক কাজের চাপে শ্রমিকদের মানসিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয়। বিধান অনুযায়ী মজুরি বোর্ডে সর্বাধিক ফেডারেশন আছে এমন কনফেডারেশনের এবং সংশ্লিষ্ট খাতের সাথে জড়িত শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনায়নের নিয়ম মানা হয় নাই, এক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের অভিযোগ রয়েছে। সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রসূতি সুবিধা প্রদান না করা, সরকার নির্ধারিত প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদান না করে কম ছুটি প্রদান করা, প্রসুতিপূর্বে প্রাপ্ত মজুরি প্রদানের নিয়ম না মানা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসুতিকালীন সময়ে চাকুরিচ্যুত করা, প্রসূতী সুবিধা নির্ধারণে রাষ্ট্রের অসম আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। শ্রম বিধিমালা ২০১৫ কার্যকর হওয়ার প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও মাত্র ১৬% কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন, পার্টিসিপেটরি কমিটি কাগজ নির্ভর ও অকার্যকর হওয়া, কারখানা পর্যায়ে মাত্র ৩% ইউনিয়ন কার্যকর যার কিছু আবার মালিক পক্ষের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে বিবেচিত, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নেতৃত্বে কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তির অভিযোগ, ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি ও শ্রমিক নেতাদের বিরদ্ধে মামলা করার প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির অধিকার বাস্তবিক অর্থে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে, বিধান অনুযায়ী কারখানা পর্যায়ে সকল শ্রমিকের গ্রুপ বীমা না করা, শ্রম বিধিমালায় কেন্দ্রিয় তহবিলের সুবিধাকালীন তহবিল থেকে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান করার কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানে মালিকদের নিজেদের দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইএলও কনভেনশন (১২১) সাক্ষর না করা এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে হাইকোর্টের স্থায়ীবেঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ায় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সম্ভাবনায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আইন অনুযায়ী, কারখানা সংস্কারে শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সর্বোপরি, বায়ার প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের দায় এড়ানোর জন্য কারখানা বন্ধের পরিবর্তে বর্তমানে কারখানাসমূহের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কচ্ছিন্ন করছে যা কারখানা বন্ধের সামিল।

শুদ্ধাচার নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার চর্চায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম পরিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১০-১৫ হাজার টাকার নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ তদন্তে কারখানার মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে শ্রমিকের নিপীড়নের শিকার ও চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ পাওয়া যায়। যা প্রকৃতপক্ষে সরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

উপসংহার ও সুপারিশ

রানাপ্লাজা দূর্ঘটনার পূর্বে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি ছিলো, দুর্ঘটনার পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেকক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি বিদ্যমান । মালিকপক্ষ কর্তৃক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসা ধরে রাখার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিক পক্ষের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে, শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দূর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, সংগঠন করার অধিকার, মারাত্বক অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয় নি। রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও টেকনিক্যাল সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আবার, আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যাক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না । সার্বিক ভাবে এ খাতে খাতের টেকসই উন্নয়নে সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তাকে ফলপ্রসু ও সফল করার জন্য সরকারকে আরও দ্বায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আর তা হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বে একটি ব্রান্ড হিসেবে পরিচিত হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছে-

ক্রম	সুপারিশমালা
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে
২	শ্রম আইন, ২০০৬ এ বিদ্যমান ঘাটতি বিশেষ করে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, প্রসূতিকালীন ছুটি, সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে
৩	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে
৪	মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে
৫	সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এ সকল কারখানার মালিকদের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে
৬	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে হবে
৭	কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে
৮	রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে- • সরকার, বায়ার ও আইএলওর সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসি'র আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে • আরসিসির কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে • আরসিসি'র কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে